৩

জ্ঞেয় বস্তু : বাস্তববাদ ও ভাববাদ

Object of Knowledge : Realism & Idealism

পূর্ববর্তী দুটি ইউনিটে আমরা যথাক্রমে জ্ঞান বা জানা বলতে কী বুঝায় অর্থাৎ জ্ঞানের স্বরূপ কী এবং জ্ঞানের উৎস কী অর্থাৎ কিভাবে তার উৎপত্তি ঘটে? তা আলোচনা করেছি। জ্ঞান সংক্রান্ত এ দুটি প্রশ্ন জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আমরা জানি, জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক প্রকাশ করে। যিনি জানের তার নাম হল জ্ঞাতা **(Knower)**। আর যা জানা হয় তার নাম জ্ঞেয় **(Knowable)**। সকল প্রকার জ্ঞানেই একজন ব্যক্তি কোন একটি বস্তু জানে। প্রশ্ন হলো, জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ বা প্রকৃতি কী? যা জানি অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু কি জানার উপর নির্ভর করে, না মন কিংবা জ্ঞান নিরপেক্ষভাবে তার অস্তিত্ব আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর দার্শনিকরা দু'রকমভাবে দিয়েছেন।

একদল দার্শনিক বলেন, জ্ঞেয়বস্তু জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা নিয়েই বিরাজমান। এই মত বাস্তববাদ নামে পরিচিত। আরেক দলের মতে, জ্ঞেয়বস্তু জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এই মত ভাববাদ নামে পরিচিত। বর্তমান ইউনিটে আমরা জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি সংক্রান্ত উপরোক্ত মতসমূহ অধ্যয়ন করব।

এই ইউনিটে মোট পাঁচটি পাঠ রয়েছে

- বাস্তববাদ : সরল বাস্তববাদ ও প্রতীকবাদ
  Realism: Naive Realism and Representative Realism
- বাস্তববাদ : নব্য বাস্তববাদ ও সবিচার বাস্তববাদ
  Realism: Neo Realism and Critical Realism
- ভাববাদ : আত্মগত ভাববাদ
  Idealism: Subjective Idealism
- ভাববাদ : অবভাসিক বা পরিদৃশ্যমান ভাববাদ
  Idealism: Phenomenalistic Idealism
- ভাববাদ : বস্তুগত ভাববাদ
  Idealism: Objective Idealism

পাঠ ১

বাস্তববাদ : সরল বাস্তববাদ ও প্রতীকবাদ
(Realism: Naive Realism and Representative Realism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বস্তুর অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল, নাকি এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাস্তববাদের বিশেষত সরল ও প্রতীকী বাস্তববাদের ত্রুটিগুলি কোথায়? তা উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছি। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, জ্ঞান কী? উত্তরে আমরা বলি, জ্ঞাতার সাথে জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কই জ্ঞান। যে জানে তাকে বলে জ্ঞাতা, আর যে বস্তুকে জানা হয় তাকে বলে জ্ঞেয়। এই জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব কি জানার উপর নির্ভরশীল, নাকি এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? এ প্রশ্নে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদের কারণে দুটি দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে : (১) বাস্তববাদ (Realism) ও (২) ভাববাদ (Idealism)। আমরা বর্তমান পাঠে সাধারণভাবে বাস্তববাদ এবং বিশেষভাবে তার দুটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করবো।

বাস্তববাদ (Realism)

বাস্তববাদী দার্শনিকদের মতে, বস্তু কোন কারণেই জানার উপর নির্ভরশীল নয়। কেউ বস্তুকে জানুক বা না জানুক তাতে বস্তুর কিছু যায় আসে না; বরং এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বস্তু জ্ঞানের বিষয় হতে পারে, তাই বলে বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন- আমেরিকা আবিষ্কার হওয়ার আগে কেউ আমেরিকাকে জানত না; তাই বলে তখন আমেরিকা ছিল না, একথা বলা যাবে না। সুতরাং আমেরিকার অস্তিত্ব কোন মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়।

জ্ঞান ছাড়াও বস্তু থাকতে পারে

বাস্তববাদীরা প্রথমত বলেন, জ্ঞানের বিষয় না থাকলে কোন জ্ঞানই হয় না। জ্ঞান বিষয় বা বস্তু দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত (determined) হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্ব কখনই জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। জ্ঞান ছাড়াও বস্তু থাকতে পারে।

বস্তুর সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক বাহ্যিক

বাস্তববাদীদের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বস্তুর সাথে জ্ঞানের কোন আন্তর সম্পর্ক নেই। যখন কোন বস্তু অন্য একটি বস্তু ছাড়া কখনই থাকতে পারে না, তখন তাদের সম্পর্ককে বলা হয় আন্তর সম্পর্ক। যে কোন বস্তুই কোন মানুষের জ্ঞানের বিষয় না হয়ে থাকতে পারে। যেমন-আমেরিকা আবিষ্কারের আগেও আমেরিকা ছিল, কিন্তু মানুষ শুধু জানত না।

বস্তু অসংখ্য

বাস্তববাদীদের তৃতীয় কথা হচ্ছে, বস্তুর সংখ্যা একাধিক। ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বস্তুই জানি। এই সমস্ত বস্তুরই জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা আছে। সুতরাং বস্তুর অসংখ্যত্ব স্বীকার করতেই হয়।

সকল বাস্তববাদী বস্তুর উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করেন। কিন্তু বস্তু কতটুকু পরিমাণে জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র এবং বস্তুকে কিভাবে জানা যায়, তা নিয়ে বাস্তববাদীদের মধ্যে মত বিরোধের কারণে আমরা বাস্তববাদের বিভিন্ন শ্রেণী দেখতে পাই :

(১) সরল বাস্তববাদ
(২) প্রতীকবাদ
(৩) নব্য বাস্তববাদ
(৪) সবিচার বাস্তববাদ।

সরল বাস্তববাদ (Naive Realism)

সরল বাস্তববাদীদের মতে, বিষয়ের দ্রব্যত্ব ও গুণ উভয়ই জ্ঞানাতিরিক্ত। আমরা বস্তুর যে গুণ জানি তার সবই বস্তুতেই বর্তমান থাকে। বস্তুতে নেই এমন গুণ কখনই জানা যায় না। বিষয় বা বস্তু না থাকলে জ্ঞান হয় না। বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিষয় অনুযায়ী হয়ে থাকে। আমরা আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে সরাসরি বিষয় জানতে পারি। আমরা যা কিছু সরাসরি জানি তা সবই সত্য। এই মতবাদে সাধারণ লোকের সরল ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়, তাই এই মতবাদের নাম সরল বাস্তববাদ।

সমালোচনা

(১) এই মতবাদ সত্য হলে আমাদের কখনই ভুল জ্ঞান হতো না। এ মতবাদ অনুসারে বিষয় না থাকলে জ্ঞানই হয় না। কিন্তু আমরা অনেক সময় যেখানে কিছু নেই সেখানে ভুল করে কোন বস্তু দেখি।

(২) এ মতানুসারে, বস্তুর সমস্ত গুণই বস্তুগত। নিউটনের মতে, বস্তুর সমস্ত গুণই বস্তুগত নয়; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া একই জিনিস কারো কাছে খুব স্বাদের এবং কারো কাছে একেবারে স্বাদের নয় মনে হয়। কিন্তু একই জিনিস স্বাদ এবং স্বাদ নয় হতে পারে না।

প্রতীকবাদ (Representationism) বা বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ (Scientific Realism)

দার্শনিক জন লক এ মতবাদের প্রবর্তক । তাঁর মতে, বস্তুর কতগুলি গুণ বস্তুগত, আর কতগুলি গুণ ব্যক্তিগত। যে সমস্ত গুণ বস্তুগত তাদের নাম মুখ্য গুণ (primary qualities)। বস্তুর আয়তন, সংখ্যা, ঘনত্ব প্রভৃতি গুণকে মুখ্য গুণ বলা হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি হলো গৌণ গুণ (secondary qualities)। লক গুণের অধিষ্ঠানরূপে দ্রব্যকে স্বীকার করেন। তাঁর মতে, বস্তুর দ্রব্যত্ব ও মুখ্য গুণগুলি জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে গৌণ গুণ একান্তভাবেই জ্ঞাননির্ভর।

জ্ঞান প্রতীক বা ধারণার মাধ্যমে হয়

সরল বাস্তববাদের ত্রুটি দূর করার জন্য লক প্রতীকবাদের প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, আমরা কোন কিছুই সরাসরি জানতে পারি না। তাঁর মতে, বাইরের বস্তুর যে ছাপ বা প্রতীক ইন্দ্রিয় পথে মনের পর্দায় পড়ে তাই আমরা জানতে পারি। আর যখন কোন প্রতীক বা ধারণা (ideas) জানি তখন এর পেছনে যে বস্তু আছে, তাও জানি। সুতরাং জ্ঞান প্রতীক বা ধারণার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যখন এই প্রতীক বা ধারণার সাথে বাইরের বস্তুর মিল হয় তখনই জ্ঞান সত্য হয়, আর যখন মিলে না তখন জ্ঞান মিথ্যা হয়।

সমালোচনা

(১) লক প্রতীকবাদের পত্তন করে বাস্তববাদের যবনিকা টেনেছেন। কারণ তাঁর এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই বার্কলি বলেন, যা আমরা সরাসরি জানি তা সবই যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে একমাত্র ধারণাই আছে -একথা স্বীকার করতে হয়। আর একমাত্র ধারণাই সত্য, জ্ঞানাতিরিক্ত বস্তু বলে কিছু নেই, একথা বললে বাস্তববাদেরই মূলোচ্ছেদ হয়।

(২) লকের মত স্বীকার করলে জ্ঞানের সত্যাসত্য নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর মতে, ধারণার সাথে বস্তুর মিল হলে জ্ঞান সত্য হবে। অথচ তিনি বলেন, বস্তু সরাসরি জানা যায় না। যে বস্তু সরাসরি জানা যায় না, তার সাথে ধারণার মিল বা অমিল জানাও অসম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাস্তববাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

২। সরল বাস্তববাদের সাথে প্রতীকবাদের পার্থক্য নির্দেশ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কিসের ভিত্তিতে বাস্তববাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়? শ্রেণীগুলি কি?

২। সরল বাস্তববাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। প্রতীক বাস্তববাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। জ্ঞেয়বস্তুর অস্তিত্ব কি জানার উপর নির্ভরশীল, নাকি এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? এ প্রশ্নে দার্শনিকগণ বিভক্ত হয়ে পড়েন–

(অ) দুই ভাগে (আ) তিন ভাগে

(ই) চার ভাগে (ঈ) পাঁচ ভাগে।

২। বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, বলেন–

(অ) ভাববাদীরা (আ) বাস্তববাদীরা

(ই) অজ্ঞেয়তাবাদীরা (ঈ) সংশয়বাদীরা।

৩। বাস্তববাদের শ্রেণীবিভাগ পায়–

(অ) দুইটি (আ) তিনটি

(ই) চারটি (ঈ) পাঁচটি।

৪। জন লক প্রবর্তিত বাস্তববাদের নাম–

(অ) সরল বাস্তববাদ (আ) প্রতীকবাদ

(ই) নব্য বাস্তববাদ (ঈ) সবিচার বাস্তববাদ।

সঠিক উত্তর ঃ (১) অ। (২) আ। (৩) ই। (৪) আ।

পাঠ ২

বাস্তববাদ : নব্য বাস্তববাদ ও সবিচার বাস্তববাদ
Realism: Neo Realism and Critical Realism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- নব্য বাস্তববাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সবিচার বাস্তববাদ সমালোচনাসহ বিবৃত করতে পারবেন।
- নব্য বাস্তববাদ ও সবিচার বাস্তববাদের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা সরল বাস্তববাদ ও প্রতীকবাদ আলোচনা করেছি। এই দুই মতবাদের ত্রুটি দূর করে পরবর্তীতে আরও দুটি মতবাদ গড়ে ওঠে : নব্য বাস্তববাদ ও সবিচার বাস্তববাদ। হোল্ট, মার্ভিন, মন্টেগ, পেরী প্রমুখ মার্কিন দার্শনিক নব্য বাস্তববাদের সমর্থক। মার্কিন দার্শনিক ড্রেক, প্রাট, সান্টায়ন প্রমুখ সবিচার বাস্তববাদের প্রবক্তা।

নব্য বাস্তববাদ (Neo Realism)

লকের প্রতীকবাদের সমালোচনা করে নব্য বাস্তববাদীরা বলেন, শুধু মুখ্য গুণই নয়, গৌণ গুণও বাস্তব ও বস্তুগত। কারণ প্রত্যক্ষিত সব কিছুই অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি কোন অর্থেই মনোগত নয়। বস্তু মন-নিরপেক্ষ এবং এর গুণাবলী সরাসরি প্রত্যক্ষিত হয়, তাই গুণাবলী বস্তুর প্রতীক নয়। এজন্য এই মতবাদকে প্রত্যক্ষ বাস্তববাদ (Direct Realism) ও বলা হয়। নব্য বাস্তববাদীদের মতে, জ্ঞান বস্তুর স্বাতন্ত্র্যের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। জ্ঞান ও বস্তুর সম্পর্ক বাহ্যিক। আর মন অন্যান্য বস্তুর মতই স্বতন্ত্র সত্তা। তাঁদের মতে, মুখ্য ও গৌণ গুণের যেমন বস্তুগত সত্তা আছে, ভুল প্রত্যক্ষণ, স্বপ্ন ইত্যাদিতে যেসব ইন্দ্রিয়-উপাত্ত পাওয়া যায় সেগুলিরও তেমনি বস্তুগত সত্তা আছে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের বিষয়গুলি দেশ ও কালে অবস্থিত বলে এগুলির অস্তিত্ব আছে। অপরদিকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণের বিষয়গুলির দেশ-কালে অবস্থিতি নেই, কিন্তু এক প্রকারের বাস্তবতা আছে, যাকে বিদ্যমানতা (subsistence) বলা যায়।

দ্রব্য হল ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি

নব্য বাস্তববাদীদের মতে, বস্তু মাত্রই কতগুলি ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংযোগ বা সমষ্টিস্বরূপ। যেমন আমরা যাকে কলা বলি তা লম্বা, হলুদ রঙ, মিষ্টি, মসৃণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়োপাত্ত বা প্রতিভাসের সমষ্টিমাত্র এবং এই সমষ্টির বাইরে দ্রব্য বলে পৃথক কোন কিছু নেই।

এ মতবাদীরা আরো বলেন, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক শুধু বাহ্যিক নয়, বস্তুগত। বস্তু মনের দ্বারা সম্পর্কিত নয়, বরং এর সম্পর্ক বস্তুর মতই বস্তুগত ও বাস্তব।

সমালোচনা

(১) ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ বা জ্ঞানের যে ব্যাখ্যা নব্য বাস্তববাদীরা দিয়েছেন, তা তর্কসাপেক্ষ, কেননা আমরা স্বপ্ন, অমূল প্রত্যক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, এগুলি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। তাই এগুলিকে বাস্তব বা বস্তুগত বলে ধরে নেয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

(২) তাঁরা অস্তিত্ব সম্পর্কীয় ধারণার সাথে বিদ্যমানতার উল্লেখ করে বলেন যে, যেসব বস্তু বা বিষয়ের দেশ ও কালে অস্তিত্ব নেই, তাদের বিদ্যমানতা অবশ্যই রয়েছে। তাঁদের এই বক্তব্য অযৌক্তিক বলে বিভিন্ন দার্শনিকরা সমালোচনা করেছেন।

সবিচার বাস্তববাদ (Critical Realism)

সবিচার বাস্তববাদীদের মতে, বাইরের বস্তু মানুষের মনে এক রকম প্রভাব ফেলে। এই প্রভাবকে আশ্রয় করেই বস্তুর প্রত্যক্ষণ সম্ভব। জ্ঞাতা যে জিনিস সোজাসুজি জানে সে জিনিস বাইরের বস্তুও নয়, মনের ধারণামাত্রও নয়, তা বাইরের বস্তুর কাছ থেকে পাওয়া এক প্রকার প্রভাববিশেষ। এ মতবাদীদের মতে, বস্তুর যে প্রভাব আমরা সোজাসুজি জানি তাকে 'স্বভাব বিমশ্র' (character complex) বা 'আন্তর সত্তা' (essence) বলা যেতে পারে। এই আন্তর সত্তা জড়ও নয়, চেতনও নয়, এগুলি বুদ্ধিগ্রাহ্য পদার্থবিশেষ। এই আন্তর সত্তা গ্রহণ করার পর মানুষ বাইরের জগতে এদের বাস্তব উৎস কল্পনা করে নেয়। সে কল্পনা যেখানে যথার্থ, প্রত্যক্ষণ সেখানে সত্য; যেখানে অযথার্থ সেখানে প্রত্যক্ষণ ভুল।

জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ : জ্ঞাতা, বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্ত

সবিচার বাস্তববাদীরা প্রতিটি জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষকারী মন, বাইরের বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্ত। তাঁদের মতে, এই ইন্দ্রিয়োপাত্তই আন্তর সত্তা নামে পরিচিত। প্রত্যক্ষকারী মন সরাসরি আন্তর সত্তাই জানে। আন্তর সত্তা থেকে বাইরের বস্তু কল্পনা করে নেয়া হয়। তাঁরা বিষয় ভিন্ন মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাতা মন কখনই এক হতে পারে না।

সমালোচনা

(১) সবিচার বাস্তববাদীদের মতে, বস্তুর আন্তরসত্তাই আমরা সরাসরি জানতে পারি। আর আন্তরসত্তা দেখে বস্তুস্থিতি আমরা কল্পনা করে নেই। আমরা যা কল্পনা করি তার সম্বন্ধে সহজেই সংশয় পোষণ করা যায়। সুতরাং বস্তুস্থিতিও সন্দেহের বিষয়।

(২) আন্তরসত্তা রহস্যাবৃত। আন্তরসত্তার মাধ্যমে বস্তুর জ্ঞানলাভ করা যায়। তবে এই আন্তরসত্তা জড়ও নয়, মনের ধারণাও নয়, এক প্রকারের প্রভাব। তাহলে এই প্রভাব বস্তুর সাথে মিশে কিভাবে জ্ঞান সৃষ্টি করে? তা দুর্বোধ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নব্য বাস্তববাদের সাথে সবিচার বাস্তববাদের পার্থক্য উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। নব্য বাস্তববাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

২। সবিচার বাস্তববাদ সমালোচনাসহ বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। নব্য বাস্তববাদের প্রবক্তা হলেন–

(অ) ড্রেক, , প্রাট, সান্টায়ন (আ) হোল্ট, মার্ভিন, পেরী

(ই) লল, বার্কলী, হিউম (ঈ) ডেকার্ট, স্পিনোজা, লিবনিজ।

২। সবিচার বাস্তববাদের প্রবক্তা হলেন–

(অ) ড্রেক, প্রাট, সান্টায়ন (আ) হোল্ট, মার্ভিন, পেরী

(ই) লক, বার্কলী, হিউম (ঈ) ডেকার্ট, স্পিনোজা, লিবনিজ।

৩। মন অন্যান্য বস্তুর মতই স্বতন্ত্র সত্তা– বলেন–

(অ) সরল বাস্তববাদীরা (আ) প্রতীক বাস্তববাদীরা

(ই) নব্য বাস্তববাদীরা (ঈ) সবিচার বাস্তববাদীরা।

৪। সবিচার বাস্তববাদীদের মতে জ্ঞানের অঙ্গ–

(অ) দুটি (আ) তিনটি

(ই) চারটি (ঈ) পাঁচটি।

সঠিক উত্তর ঃ (১) আ। (২) অ। (৩) ই। (৪) আ।

পাঠ ৩

ভাববাদ : আত্মগত ভাববাদ
Idealism: Subjective Idealism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- ভাববাদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ভাববাদের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- আত্মগত ভাববাদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং এই মতবাদ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

জ্ঞেয় বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে আমরা যে দুটি মতবাদ পাই তার মধ্যে ভাববাদ একটি। এ মতানুসারে, বস্তুর অস্তিত্ব মনের উপর নির্ভরশীল। আমরা বর্তমান পাঠে আত্মগত ভাববাদ নিয়ে আলোচনা করবো। আত্মগত ভাববাদের মূল বক্তব্য হলো, বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এই মতবাদটি ভাববাদেরই একটি প্রকার, তাই ভাববাদ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভাববাদ (Idealism)

যে দার্শনিক মতবাদ ভাব, চৈতন্য বা আত্মাকে একমাত্র প্রকৃত সত্তা বলে মনে করে তাকে ভাববাদ বলে। এ মতানুসারে, বাইরের বস্তু প্রকৃত সত্তা নয়, ভাবের প্রতিচ্ছবিমাত্র। তাঁদের মতে, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতির যেমন মন-নিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই, তেমনি বাইরের বস্তুরও কোন মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। ভাববাদীদের মতে, বাইরের বস্তু যখন জ্ঞানের জন্য জানা বিষয় বা বস্তু হয়,তখন এই বাইরের বস্তু হয় মানুষের উপর, না হয় স্রষ্টার উপর জ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ভর করে। তাই বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ বা মন-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

ভাববাদের পক্ষে প্রধান যুক্তিসমূহ

ভাববাদীরা তাঁদের এ বক্তব্যের পক্ষে নানা রকম যুক্তি প্রদান করেন। কিছু প্রধান যুক্তি নিচে তুলে ধরা হলো :

(১) জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে বস্তু থাকতে পারে না, কারণ যে বস্তুকেই জানি না কেন তাকে জ্ঞাত বস্তু রূপেই জানতে হয়। সুতরাং বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর।

(২) কখনও কখনও বস্তু ছাড়াও আমরা বস্তু দেখতে পাই, আবার এক বস্তুকে অন্য বস্তু রূপেও দেখতে পাই। যেমন ভূত দেখা বা দড়িকে সাপ দেখা, এগুলি মনের ধারণামাত্র। যদি এই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মনের ধারণাকে বাইরের বস্তু বলে মনে হয়, তবে বাইরের সমস্ত বস্তুই যে মনের ধারণা নয়, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

(৩) সব কিছুতে সংশয় করা গেলেও, যে মন সংশয় করছে তাকে সন্দেহ করা যায় না। তাই ভাববাদীরা মন ও জ্ঞানকেই পরম তত্ত্ব মনে করেন।

(৪) দার্শনিক বার্কলির মতে, দ্রব্য গুণের সমষ্টিমাত্র। গুণ ছাড়া এ গুণের আধাররূপে গুণাতিরিক্ত কোন অজ্ঞাত দ্রব্যের অস্তিত্ব নেই। আর এই গুণগুলি ব্যক্তি মনের ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং মন-নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

(৫) বিজ্ঞানীদের মতে, 'অনেক নক্ষত্র আছে যাদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে কোটি কোটি বছর লাগে। এ আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আবার নক্ষত্রটি ধ্বংসও হয়ে যায়, সুতরাং যখন নক্ষত্র আমরা দেখি তখন নক্ষত্র নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ বস্তু না থাকলেও বস্তুর জ্ঞান হতে পারে।

ভাববাদের বিভিন্ন রূপ

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে ভাববাদের যেসব রূপ দেখা যায় তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (১) বার্কলির আত্মগত ভাববাদ (২) হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ ও (৩) কান্টের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা পরিদৃশ্যমান ভাববাদ। আমরা এই পাঠে বার্কলির আত্মগত ভাববাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

বার্কলির আত্মগত ভাববাদ (Berkeley's Subjective Idealism)

বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল

জর্জ বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩) একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। লকের চিন্তাধারার সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছে বার্কলির আত্মগত ভাববাদ। লকের মতে, বস্তুর দুই ধরনের গুণ আছে : (১) প্রাথমিক বা মুখ্য গুণ ও (২) গৌণ গুণ। বিস্তৃতি, সংখ্যা, আকার ইত্যাদি হলো প্রাথমিক বা মুখ্য গুণ। আর স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি হলো গৌণ গুণ। মুখ্য গুণসমূহ বস্তুনিষ্ঠ এবং গৌণ গুণসমূহ আত্মনিষ্ঠ। কিন্তু বার্কলি বস্তুর গুণগত পার্থক্য অস্বীকার করে বলেন, বস্তুর সমস্ত গুণই আত্মনিষ্ঠ বা প্রত্যক্ষনির্ভর। তাঁর মতে, মন-নিরপেক্ষ কোন গুণ বা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তিনি বলেন, বস্তু মন-নির্ভর কতগুলি গুণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, 'যা কিছু অস্তিত্বশীল, তা প্রত্যক্ষ-নির্ভর (Esse est Percipi)। অর্থাৎ যেসব বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার অস্তিত্ব জ্ঞাতার মনের উপর নির্ভর করে। এ মতানুসারে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র বিষয় হলো জ্ঞাতা বা আমাদের ধারণা।

জগতের অস্তিত্ব স্রষ্টার প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল

বার্কলির মতবাদ মেনে নিলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ মতানুসারে, অপ্রত্যক্ষগোচর বস্তুর অস্তিত্ব কিভাবে স্বীকার করা যাবে? চুলোয় চায়ের হাড়ি বসিয়ে দিয়ে ফিরে এসে দেখলাম পানি ফুটছে। কিন্তু বার্কলির মতানুসারে প্রশ্ন আসে, আমি যতক্ষণ প্রত্যক্ষ করিনি এবং সেই সময় অন্য কেউ যদি সেগুলিকে প্রত্যক্ষ না করে থাকে, তাহলে ততক্ষণ চুলো, চায়ের হাড়ি এসবের অস্তিত্ব ছিল না। আমি ঘরে ঢোকার সাথে সাথে সেগুলি অস্তিত্ববান হলো। কিন্তু চায়ের পানি ফুটল কী করে? অর্থাৎ বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা কিভাবে প্রমাণ করা যাবে? এককথায়, বার্কলির মতবাদ মেনে নিলে এই জগতের আপাত প্রতীয়মান বাস্তবতা, স্বাতন্ত্র্য, স্থিতি ও ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই বার্কলি তাঁর পরবর্তী রচনায় স্রষ্টা বা ঈশ্বরের সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্বের

ধারাবাহিকতা বা স্থায়িত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে, বস্তুর অস্তিত্ব আসলে স্রষ্টার প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি না, তখনও সেই বস্তু স্রষ্টার প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে থাকে। অতএব বার্কলির মতে, সমস্ত জগতটাই স্রষ্টার ধারণারূপে রয়েছে এবং আমাদের প্রত্যক্ষ হলো স্রষ্টার মনের ধারণাকেই একটি সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁর মতে, আমরা যখন তাকাই তখন কিছু দেখা বা না দেখা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমি কি দেখব তা নির্ধারণ করা আমার অধীন নয়। সুতরাং কোন পরম চেতন সত্তা, যিনি অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধিকারী, ধারাবাহিকভাবে সংবেদনের ধারণাগুলি আমাদের মনে সৃষ্টি করেন। এই পরম চেতন সত্তাই স্রষ্টা। যে অপরিবর্তনীয় নিয়মাবলী অনুসারে স্রষ্টা আমাদের মনে সংবেদনের ধারণাগুলিকে সৃষ্টি করেন সেগুলিই প্রাকৃতিক নিয়ম (Laws of Nature)।

এভাবে বার্কলি স্রষ্টাকে টেনে এনে বস্তুর স্থায়িত্ব প্রমাণ করেন। আর তিনি যদি তা না করতেন তাহলে সমস্ত জগতই ব্যক্তি মনের মানসিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হত এবং তার ফলে আমি ও আমার ধারণাই একমাত্র অস্তিত্বশীল-এই আত্মকেন্দ্রিকতাবাদের সৃষ্টি হতো।

সমালোচনা

বার্কলির আত্মগত ভাববাদ যদিও দর্শনের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তবুও বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার কারণে নিম্নোক্তভাবে এ মতবাদ সমালোচিত হয়েছে:

(১) দার্শনিক ম্যুর (Moore) তাঁর 'ভাববাদ খন্ডন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে আত্মগত ভাববাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বার্কলির আত্মগত ভাববাদ যে মূল তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা হলো, কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণনির্ভর। কিন্তু বস্তু আছে বলেই তা প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে, বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে না। বার্কলির মতে, বিষয় ও তার সংবেদন যেমন, নীল বর্ণ ও নীল বর্ণের সংবেদন অভিন্ন, যেহেতু উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ম্যুরের মতে, দুটি বস্তুকে প্রত্যক্ষণের সময় বিচ্ছিন্ন করা যায় না বলেই প্রমাণিত হয় না যে, বস্তু দুটি অভিন্ন। অবিচ্ছিন্নতা অভিন্নতা প্রমাণ করে না। নীল বর্ণ ও নীল বর্ণের সংবেদন এ দুটি ভিন্ন জিনিস।

(২) বস্তু ও বস্তুর জ্ঞান এ দুটির ভিন্নতা স্বীকার না করলে বিভিন্ন জ্ঞানের পার্থক্য প্রমাণ করা যায় না। সাদা, সবুজ, বেগুণী, হলদে এই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞান সম্ভব হয় এ কারণে যে, এগুলির ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব আছে, যদি তা না হতো তবে সব জ্ঞান এক রকম হত। বিষয়ের ভিন্নতার জন্যই জ্ঞান ভিন্ন হয়।

(৩) হিউম বার্কলির আত্মগত ভাববাদের সমালোচনা করে বলেন, বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বার্কলি স্রষ্টাকে টেনে এনেছেন। কিন্তু তাঁর মতানুসারেই স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কারণ তাঁর মতে, কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষনির্ভর। আমরা জানি, স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতএব, বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে তিনি নিজেই তাঁর মতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, বার্কলির আত্মগত ভাববাদের অনিবার্য পরিণতি হলো হিউমের সংশয়বাদ বা সংবেদনবাদ। যেহেতু বার্কলি একজন ধর্মযাজক সেহেতু তাঁর মতবাদের লক্ষ্য ছিল, স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রমাণ করা। আর তা করতে গিয়ে তিনি নিজের অজান্তেই তাঁর মূল মতবাদ থেকে দূরে সরে গেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আত্মগত ভাববাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। ভাববাদের সংজ্ঞা দিন এবং এ মতবাদের পক্ষে দুটি যুক্তি দিন।

২। আত্মগত ভাববাদের দুটি সমালোচনা লিখুন।

৩। 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর'- সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। আত্মগত ভাববাদের প্রবক্তা–

(অ) লক (আ) ডেকার্ট

(ই) বার্কলি (ঈ) হিউম

২। ভাববাদের মূল বক্তব্য–

(অ) বস্তুর মন-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই।

(আ) বস্তুর অস্তিত্ব জানার উপর নির্ভর করে না।

(ই) বস্তু আছে বলেই তাকে আমরা জানতে পারি।

(ঈ) উপরের কোনটিই সঠিক নয়।

৩। ভাববাদের প্রধান শ্রেণী–

(অ) ৪টি (আ) ৩টি

(ই) ৬টি (ঈ) ৫টি

৪। আত্মগত ভাববাদে বার্কলির মূল লক্ষ্য ছিল–

(অ) বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠা করা (আ) বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠা করা

(ই) স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রমাণ করা। (ঈ) ভাববাদকে প্রতিষ্ঠা করা।

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। আত্মগত ভাববাদের একজন অনুসারী হলেন লক।

২। আত্মগত ভাববাদের মূল বক্তব্য হলো বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

৩। ম্যুর-এর চিন্তাধারার সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছে আত্মগত ভাববাদ।

৪। বস্তুর অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যই বার্কলি স্রষ্টাকে তাঁর মতবাদে টেনে আনেন।

সঠিক উত্তর

১। (অ) লক ২। (অ) বস্তুর মন-নিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। ৩। (আ) ৩টি ৪। (ই) স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রমাণ করা।

১। মি ২। স ৩। মি ৪। স

পাঠ ৪

ভাববাদ : অবভাসিক বা পরিদৃশ্যমান ভাববাদ
Idealism: Phenomenalistic Idealism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- পরিদৃশ্যমান ভাববাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- এই মতবাদের দোষ-গুণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- এই মতবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ হিসেবে বস্তু ও জ্ঞান সম্পর্কীয় যে মতবাদ প্রদান করেছেন তা আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। আর এই বিপ্লবকে কোপারনিকাসের বিপ্লবের সাথে তুলনা করা হয়। কারণ কোপারনিকাসের আগে টলেমির মতবাদ প্রচলিত ছিল। টলেমি মনে করতেন, পৃথিবী স্থির, আর সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। পরবর্তীতে কোপারনিকাস মত দিলেন, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, আর সূর্য স্থির। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই নতুন চিন্তাধারা যেমন বিপ্লব সৃষ্টি করে, জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রেও কান্টের চিন্তাধারা তেমনি বিপ্লব সৃষ্টি করে। কান্টের পূর্বে দার্শনিকদের ধারণা ছিল জ্ঞান বস্তুর উপর নির্ভরশীল, বস্তু আছে বলেই জ্ঞান হয়। কিন্তু পরবর্তীতে কান্ট বলেন, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল। কান্টের এই মতবাদ তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতবাদকে পাল্টে দেয় এবং ভাববাদের প্রবলতাকে আরো বৃদ্ধি করে।

অবভাসিক বা পরিদৃশ্যমান ভাববাদ

কান্ট বলেন, আমাদের মন-নিরপেক্ষ এক জগতের অস্তিত্ব আছে। এই জগতই হলো অতীন্দ্রিয় জগৎ। লকের দ্রব্যের মতই একে কখনও জানা যায় না। আমরা বস্তুর অবভাসিক রূপকেই জানতে পারি অর্থাৎ এই জগতকে আমরা যেভাবে দেখি সেভাবেই জানতে পারি। এই পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে যে এক অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে তা আমরা জানতে পারি না। কিন্তু এই অতীন্দ্রিয় জগতই পরিদৃশ্যমান জগতের সব সংবেদনের উৎস। এই সংবেদনগুলি দেশ ও কালের মাধ্যমে মনের কাছে উপস্থিত হয়, তখন মন এই সংবেদনের উপর বারটি বোধজাত আকার (Categories of Understanding) যেমন, দ্রব্যত্ব, একত্ব, বস্তুত্ব, কার্য, কারণ ইত্যাদি ধারণা প্রয়োগ করে এগুলিকে সুসংবদ্ধ করে জাগতিক বস্তুর অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। দেশ, কাল, দ্রব্যত্ব, বহুত্ব, কার্য, কারণ

ইত্যাদি যা মন নিজেই আরোপ করে, তা অবভাসিক জগতের (World of Appearance) ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারে, অতীন্দ্রিয় জগতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। সংবেদন আত্মগত, বিষয়গত নয়। অতত্রব, জ্ঞানের বিষয়রূপে আমরা যে জগতকে জানি তা এক হিসেবে আমাদের মনের সৃষ্টি।

অতীন্দ্রিয় ভাববাদ

এ জগৎ অবভাসমাত্র। অতীন্দ্রিয় জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ধরা পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে, জগতকে জানা যায় না। অবভাসিক জগতের কোন কিছু অতীন্দ্রিয় জগতের উপর আরোপ করা যায় না। কান্ট মন-নিরপেক্ষ অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর মতে, এ জগতের অস্তিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়। এদিক থেকে বিচার করে এ মতবাদকে অতীন্দ্রিয় ভাববাদ (Transcendental Idealism) বলা হয়।

অবভাসিক ভাববাদ

জগতকে প্রকৃতরূপে না জেনে আমরা কেবল সেভাবেই জগতকে জানি যেভাবে আমরা একে দেখি। ফলে বস্তু অবভাসই জ্ঞানের একমাত্র বিষয়। অর্থাৎ অবভাস জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে তাঁর মতবাদকে অবভাসিক বা পরিদৃশ্যমান ভাববাদ (Phenomenalistic Idealism) বলা হয়।

জগৎ অবভাসিক, অলীক নয়

কান্ট বলেন, যদিও পরিদৃশ্যমান জগতকে আমাদের মনগড়া এবং অবভাস বলা হয়, তথাপি এ জগৎ অলীক নয়। এ জগৎ বাস্তব। এ জগতকে আমরা দেশ, কাল, দ্রব্য, কার্য, কারণ ইত্যাদির সাহায্যে গড়ে তুলেছি, আর এগুলি অনস্বীকার্য সার্বভৌম জ্ঞানের আকার।

চিন্তার আকারগুলি নিরপেক্ষ ও সার্বভৌম

কান্টের অবভাসিক মন ও অতীন্দ্রিয় মনের তুলনা করলে দেখা যায় যে, অবভাসিক মন হলো মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র। আর অতীন্দ্রিয় মন হলো 'অহং' বা 'আমি'। কান্টের মতে, একে জানা যায় না, এ হলো জ্ঞাতা। একে জানার চেষ্টা করলে অবভাসিক মনকেই জানতে পারি। তাই দার্শনিক হিউমও অবভাসিক মনের অস্তিত্বকেই স্বীকার করেছেন। কান্টের মতে, জ্ঞানের পক্ষে অবশ্য স্বীকার্য চিন্তার আকারগুলি অতীন্দ্রিয় মনেরই ক্রিয়া এবং যেহেতু এ সকল আকার ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ও সার্বভৌম সেহেতু আমরা সকলে একই জগতকে প্রত্যক্ষ করি।

সমালোচনা

যদিও কান্টের মতবাদ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে, তথাপি তাঁর মতবাদে নানা রকম ত্রুটি রয়েছে :

(১) কান্টের মতে, বস্তুর আসল সত্তা বা অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানা সম্ভব নয়। আমরা কেবল অবভাসিক জগতকে জানতে পারি। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগৎ যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রশ্ন হলো, যে জগতকে জানা যায় না সে জগৎ যে আছে তা আমরা জানব কী করে? আর যা জানা যায় না তার অস্তিত্ব স্বীকারের পেছনে কোন যুক্তিই নেই। তাছাড়া এই অতীন্দ্রিয় জগতই যে সংবেদন সৃষ্টি করে তা জানব কী করে?

(২) কান্টের মতে, জ্ঞান অবভাসিক জগতেই সীমাবদ্ধ, প্রকৃত বস্তুকে আমরা জানতে পারি না। কিন্তু পরিবেশের উপর মন ক্রিয়া করার জন্যই জ্ঞানের উদ্ভব। পরিবেশের যথার্থ ব্যাখ্যাই হলো জ্ঞান। সুতরাং যথার্থ জ্ঞানকে যদি স্বীকার করতে হয়, তাহলে আমাদের পরিবেশ বা জগৎ যে অবভাসিক নয়, বরং আসল তা স্বীকার করতে হয়।

বস্তুত কান্ট হিউমের সংশয়বাদকে অস্বীকার করে বস্তু জগতের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ভাববাদের পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি করে। ভাববাদের মতে, বিষয় জ্ঞান-নির্ভর। পরবর্তীকালে ভাববাদের চরম পরিণতি হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ কান্টের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। ভাববাদের এই চরম পরিণতির জন্য কান্টই দায়ী, অনেক বাস্তববাদী তাই কান্টের উপর বিরক্ত। বার্ট্রান্ড রাসেল কান্টের মতকে আধুনিক দর্শনের 'দুর্ভাগ্য' বলে অভিহিত করেন। তবে কান্টের মতবাদে অনেক দোষ থাকলেও সমস্ত জ্ঞান ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করতে তিনি যে বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সমস্ত দর্শনের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। তাই সকল দেশের সকল কালের দার্শনিকদের মধ্যে কান্ট এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

সারাংশ

কান্টের মতে, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের উপরই নির্ভরশীল। তাঁর মতে, পরিদৃশ্যমান জগতের আড়ালে আর এক অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে যা আমরা জানতে পারি না। কিন্তু পরিদৃশ্যমান জগতের সকল সংবেদনের উৎস সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ। এই সংবেদনগুলি দেশ ও কালের মাধ্যমে যখন মনের কাছে উপস্থিত হয় তখন মন এই সংবেদনের উপর কতগুলি বোধজাত আকার প্রয়োগ করে সেগুলিকে সংবদ্ধ করে জাগতিক বস্তুর অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। জ্ঞানের বিষয়রূপে আমরা যে জগতকে জানি তা অবভাসমাত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অবভাসিক ভাববাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অবভাসিক ভাববাদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২। কান্টের ভাববাদের দুটি সমালোচনা উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন

১। অবভাসিক ভাববাদ অনুযায়ী

(অ) অতীন্দ্রিয় জগতকে জানা যায় না (আ) অতীন্দ্রিয় জগতকে জানা যায়

(ই) পরিদৃশ্যমান জগতকে জানা যায় (ঈ) পরিদৃশ্যমান জগতকে জানা যায় না।

২। অবভাসিক ভাববাদ অনুসারে, সংবেদনের উৎস হলো

(অ) পরিদৃশ্যমান জগৎ (আ) মন

(ই) অতীন্দ্রিয় জগৎ (ঈ) অভিজ্ঞতা

৩। কান্ট বোধজাত আকারের কথা বলেছেন–

(অ) ৮ টি (আ) ১০ টি

(ই) ১২ টি (ঈ) ১৪ টি

৪। অবভাসিক ভাববাদ অনুযায়ী পরিদৃশ্যমান জগৎ–

(অ) অলীক (আ) অবভাস

(ই) প্রকৃত (ঈ) সব কয়টি

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। অবভাসিক ভাববাদের প্রবক্তা হিউম।

২। কান্টের ভাববাদকে কোপারনিকাসের মতবাদের সাথে তুলনা করা হয়।

৩। কান্টের ভাববাদের অনিবার্য পরিণতি হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ।

৪। বার্ট্র্যান্ড রাসেলের মতে, কান্টের মতবাদ আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

সঠিক উত্তর

১। (অ) অতীন্দ্রিয় জগতকে জানা যায় না ২। (ই) অতীন্দ্রিয় জগৎ

৩। (ই) ১২ টি ৪। (আ) অবভাস

১। মি ২। স ৩। স ৪। মি

পাঠ ৫

ভাববাদ : বস্তুগত ভাববাদ
Idealism : Objective Idealism

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বস্তুগত ভাববাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বস্তুগত ভাববাদের দোষ-গুণ উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

হেগেলকে (১৭৭০-১৮৩১) জার্মান ভাববাদের রাজকুমার বলা হয়। কান্টের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অতীন্দ্রিয় ভাববাদ এবং ফিকটে ও শেলিং-এর একপেশে মতবাদ (ফিকটের মতে আত্মা বাস্তব, আর শেলিং-এর মতে প্রকৃতি বাস্তব) এর চরম পরিণতিই হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ। এ মতবাদে তিনি কান্ট, ফিকটে ও শেলিং-এর মতবাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তু সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি কান্টের পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের পার্থক্য অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, পরিদৃশ্যমান জগতই প্রকৃত জগৎ। কারণ পরম সত্তা চেতনার মাধ্যমেই পরিদৃশ্যমান সত্তারূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এ পরম সত্তা বা পরমাত্মা এমন এক চেতন সত্তা যা একাধারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়।

বস্তুগত ভাববাদ বা পরম ভাববাদ (Objective or Absolute Idealism)

জীবাত্মা ও জড়বস্তু উভয়ই পরমাত্মার প্রকাশ

হেগেলের মতে, মন ও বাহ্যবস্তু উভয়ই পরম আত্মার প্রকাশ। তাই মন বা জ্ঞানের বিষয়রূপে বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। মন ও বাহ্যবস্তু একই পরমাত্মার প্রকাশ বলেই আমাদের পক্ষে বাহ্যবস্তু সর্ম্পকে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। জ্ঞানের অপরিহার্য বিষয় হিসেবে পরিদৃশ্যমান বস্তুর জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করা হয় বলে হেগেলের ভাববাদকে বস্তুগত ভাববাদ বলা হয়। কান্টের মতে, পরিদৃশ্যমান আত্মা ও অতীন্দ্রিয় আত্মা পরস্পর পৃথক। ব্যক্তিভেদে পরিদৃশ্যমান আত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। কিন্তু অতীন্দ্রিয় আত্মা সকলের মধ্যেই এক। কিন্তু কান্ট অতীন্দ্রিয় আত্মা এবং পরিদৃশ্যমান আত্মার যে যোগসূত্র তাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। হেগেল এই যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। হেগেলের মতে, পরমাত্মাই হলো পরম সত্তা এবং জীবাত্মা পরমাত্মারই খন্ড প্রকাশ। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকেই উদ্ভূত এবং জীবাত্মার মধ্য দিয়েই পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেছে। জীবাত্মা ও জড়বস্তু উভয়ই পরমাত্মার প্রকাশ এবং সেজন্য তারা মূলত এক।

পরমাত্মা : সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আধার

হেগেলের মতে, পরমাত্মা বিশ্বের অন্তর্নিহিত সত্য। এ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আধার। পরমাত্মা হলো এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক সত্তা। পরমাত্মা নিজ সত্তাকে জগতের আকারে প্রকাশ করে। এ একাধারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। পরমাত্মা জীবন্ত ও গতিশীল। তার গতি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চলে। পরমাত্মাতেই এই গতির শুরু এবং সেখানেই এর শেষ।

দ্বান্দ্বিক গতি : পক্ষ, বিপক্ষ ও সমন্বয়

দ্বান্দ্বিক গতি পক্ষ (Thesis), বিপক্ষ (Antithesis) ও সমন্বয় (Synthesis) এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। পক্ষে যা প্রতিষ্ঠিত হয় বিপক্ষে তার বিরুদ্ধ ধারণার মধ্য দিয়ে সমন্বয়ে তা এক উচ্চ ধারণায় সমন্বিত হয়। কিন্তু এখানেই সমন্বয়ের কাজ শেষ হয় না। অন্তর্দ্বন্দ্বই এই কাজের প্রাণ। সমন্বয় চরম প্রশান্তিরূপে স্থায়ী না হয়ে আবার সে নিজের বিরোধ সৃষ্টি করে, ফলে নতুন সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। এ রকম নানা পক্ষ, বিপক্ষ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই পরমাত্মা আপনার কাজ চালিয়ে যান। এই কাজে নতুন পুরাতনকে পরিত্যাগ না করে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নেয়। নতুনের মধ্যে পুরাতনের পুনর্জন্ম ও পূর্ণতর প্রকাশ ঘটে। এখানে কিছুই হারায় না, সবই পরমাত্মার সংস্পর্শে নতুন জীবন লাভ করে। এভাবে বিরোধ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পরমাত্মা তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ সুন্দর ও মধুরভাবে ফুটে উঠেছে।

পরমাত্মা জ্ঞান বা বুদ্ধিস্বরূপ

হেগেলের মতে, সাধারণত পরমাত্মার তিনটি অবস্থা আমরা দেখতে পাই। প্রথমত বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। যাকে আমরা বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপে পক্ষ বলতে পারি। দ্বিতীয়ত বিপক্ষরূপে সৃষ্ট হয় জড় জগৎ। তৃতীয়ত সমন্বয়রূপে সৃষ্টি হয় আত্মচেতনায় উপলব্ধ ধর্ম, শিল্প ও দর্শনের। দর্শনের মাধ্যমেই পরমাত্মার পরম পরিচয় পাওয়া যায়।

হেগেল বলেন, বৈচিত্র্য ও বহুর মধ্যেই পরমাত্মার প্রকাশ ঘটে। আর একেই বিবর্তন বলে। তবে এ কালিক বিবর্তন নয়। আধ্যাত্মিক বিবর্তন। এক বহুর মধ্যে প্রকাশিত হয়, অসীম সীমার মধ্যে পরিবর্তিত হয়, এসবই পরমাত্মার কাজ। সব কিছুর মধ্য দিয়েই পরমাত্মার প্রকাশ ঘটে বলে হেগেল সব কিছুকেই জ্ঞানময় বলেন। পরমাত্মা জ্ঞান বা বুদ্ধিস্বরূপ। যা কিছু সৎ সবই পরমাত্মার প্রকাশ বলে যা কিছু সৎ সবই বুদ্ধি বা জ্ঞানস্বরূপ। তবে পরমাত্মার চেতনার প্রকাশ সর্বত্র সমান হয় না।

পরমাত্মা আত্মসচেতন

হেগেল বলেন, পরমাত্মা এই বিশ্বে যেমন বর্তমান তেমনি বিশ্বের বাইরেও বর্তমান। মানুষের মনে ও বহির্জগতে এই পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু নিজে এদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাননি। পরমাত্মা আত্ম-সচেতন, চেতনা বা জ্ঞান তার কোন গুণ নয়। আত্ম-সচেতন বলতে নিজের চেতনা সম্পর্কে সচেতনতা বোঝায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়

আবশ্যক এবং আত্ম-সচেতন মন যেমন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের সমন্বয় করে তেমনি পরমাত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

হেগেল বলেন, আমরা যখন নিজেকে সসীম বলে মনে করি তখন ভাবি নিশ্চয়ই অসীম কেউ আছেন। না হয় আমার চেতনা সসীম হবে কেন? সসীম চেতনাই অসীম চেতনার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

সমালোচনা

হেগেলের মতবাদ যেমন ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায় তেমন ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। দার্শনিক বার্ট্র্যান্ড রাসেল হেগেলের পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে 'সত্যিকারের অধ্যাপকের ঈশ্বর' (truly a professor's God) বলে ঠাট্টা করেন। বস্তুত বুদ্ধি বা চিন্তা কিভাবে সকল কিছুর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে? তা দুর্বোধ্য। অপরদিকে বলা হয়, হেগেলের বস্তুগত ভাববাদ বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়; বস্তুস্বরূপ ও বস্তু অবভাস; এক ও বহু; বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম এসবের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ যে তাত্ত্বিক বিরোধ চলে আসছে, হেগেলের ভাববাদ তা দূর করে চমৎকার সমন্বয় সাধন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বস্তুগত ভাববাদ সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। হেগেল কিভাবে জীবাত্মা ও জড়বস্তুর ব্যবধান দূর করেন?

২। হেগেলের দ্বান্দ্বিক গতি ব্যাখ্যা করুন।

গ) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন

১। জার্মান ভাববাদের রাজকুমার-

(অ) কান্ট (আ) হেগেল

(ই) মার্কস (ঈ) শোফেন হাওয়ার

২। হেগেলের বস্তুগত ভাববাদে কাদের মতবাদের সমন্বয় ঘটে-

(অ) মূর, রাসেল, ভিটগেনস্টাইন (আ) সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টোটল

(ই) কান্ট, ফিকটে, শেলিং (ঈ) জেমস, ডিউই, শিলার

৩। জীবাত্মা ও জড়বস্তু উভয়ই পরমাত্মার প্রকাশ- এ কথা বলেন

(অ) কান্ট (আ) হেগেল

(ই) শোফেন হাওয়ার (ঈ) বার্কলি

৪। দ্বান্দ্বিক গতি পক্ষ, বিপক্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়- বলেন

(অ) রাসেল (আ) হিরাক্লিটাস

(ই) হেগেল (ঈ) সার্ত

সঠিক উত্তর

১। (আ) হেগেল ২। (ই) কান্ট, ফিকটে, শেলিং ৩। (আ) হেগেল ৪। (ই) হেগেল